

২৪৯ সিবিল/ইঞ্জিনিয়ার/উপ-সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
৮২ ২২৮৮ ইঞ্জিনিয়ার
শিবগন সিবিল ইঞ্জিনিয়ার
২৪/০৮/১৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সার্বিক নকশা কাজের অগ্রগতি বিষয়ে বিগত ২১ আগস্ট ২০১৭
তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর সার্বিক নকশা কাজের অগ্রগতি বিষয়ে বিগত ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ বিকাল ০৪ : ০০ ঘটিকায় মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের এর সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাপাউবো'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বাপাউবো'র অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান মনিটরিং, প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল ১, ২, ৪ ও ৫ এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল ৬ এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

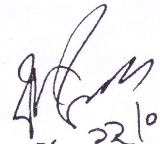
- ২। সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২১ ও ২০৪১ সালের মধ্যে যথাক্রমে মধ্যম আয়ের দেশ ও উন্নত দেশে উত্তীর্ণ হতে হলে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে উন্নতদেশের মান (standard) অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তিনি নেদারল্যান্ডস সহ অন্যান্য উন্নত দেশের অবকাঠামোসমূহ ডিজাইনের অবতারণা করেন। তিনি দেশের নদী সমূহের পাশ দিয়ে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঁধের উপরিতলের প্রশস্ততা কমপক্ষে ৬ মিটার রাখার জন্য প্রস্তাব করেন। বাঁধের উচ্চতা নির্ধারণে উপকূলীয় এলাকায় ও প্রধান নদী সমূহে ১.৫০ মিটার ও অন্যান্য নদীতে ০.৯০ মিটার Freeboard রাখার জন্য সুপারিশ করেন। এছাড়া, প্রধান নদী সমূহে ও অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রে বাঁধের উপরিসমতল নির্ধারণে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ বছর Return period এর পানি সমতল বিবেচনা করে নকশা প্রণয়নের জন্য মতামত প্রদান করেন। এসকল বিষয়সহ উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করে বাঁধের উচ্চতা আরো ০.৩০ মিটার বৃদ্ধি করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশ দিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিআরই এর অধিকাংশ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বা এলজিইডি কর্তৃক কার্পেটিং করা হয়েছে। তবে এলজিইডি কর্তৃক কার্পেটিং কাজ বাস্তবায়নে বাঁধের উপরিসমতল নিচু করা হয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাঁধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়েছে। তিনি উক্ত এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে পুনরায় নির্ধারিত সমতলে উত্তীর্ণ করার জন্য সুপারিশ করেন। এছাড়া বন্যাকালীন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বাঁধে জনবসতি স্থাপন নিরুৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি নিকাশন অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাপাউবো মাননীয় মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সাথে একমত পোষণ করেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঁধের উপরিতলের প্রশস্ততা কমপক্ষে ৬ মিটার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাজেট ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে বর্তমানে বাঁধের উপরিতলের প্রশস্ততা কম রাখা হয়। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। বেগম উম্মে মাহফুজা হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৬, বাপাউবো আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, ১০০০ হেক্টর এর সমান অথবা কম নিকাশনযোগ্য এলাকার পানি নিকাশনে স্লুইস গেইটের ভেন্টের সংখ্যা নির্ধারণে

Empirical Method ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য তথ্য এবং উপাত্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্ব-সম্মতি ক্রমে সভায় নিম্ন-বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- নদী সমূহের পাশ দিয়ে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঁধের উপরিতলের প্রশস্ততা ৬ মিটার রাখতে হবে।
- প্রধান নদী সমূহে ও অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রে বাঁধের উপরিসমতল নির্ধারণে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ বছর Return period এর পানি সমতল বিবেচনা করে নকশা প্রণয়ন করতে হবে।
- বাঁধের উচ্চতা নির্ধারণে উপকূলীয় এলাকায় ও প্রধান নদী সমূহে ১.৫০ মিটার ও অন্যান্য নদীতে ০.৯০ মিটার Freeboard রাখতে হবে।
- উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করে বাঁধের উচ্চতা আরো ০.৩০ মিটার বা প্রয়োজন মারফিক বৃদ্ধি করতে হবে।
- নিক্ষেপন অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনা করে Design Rainfall ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে নকশা প্রণয়ন করতে হবে।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বন্যা বাঁধে বন্যাকালীন সময় ব্যতিত অন্য সময়ে জনবসতি স্থাপন করলে তা উচ্ছেদ করতে হবে।
- অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বন্যা বাঁধের কার্যকারিতা হ্রাসের ব্যাপারে জোন-ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করতঃ তাদের দ্বারা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।

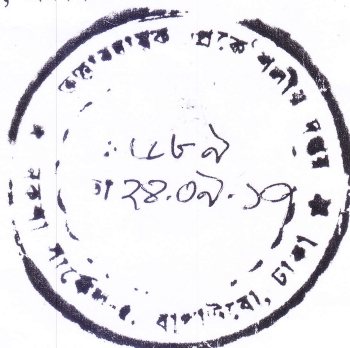
৪। সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শেষ করেন।

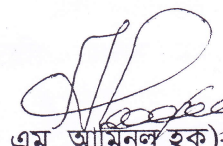

২২/০২/২০১৭
(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
মহাপরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং-প্রধান পরিকল্পনা/ ৬২৫
বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

তারিখ: ১২-০৯-২০১৪ খ্রিঃ

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিঃ/ পশ্চিম রিজিয়ন/ পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২) প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাপাউবো, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।
- ৩) প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল (১/২/৪/৫/৬), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫) সি এস ও টু ডিজি, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬) অফিস কপি, অত্র দপ্তর।




২২/০২/১৭
(এ, এম, আমিনুল হক)
প্রধান পরিকল্পনা (অঃ দাঃ)
বাপাউবো, ঢাকা।